দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অব্যবস্থা

সম্প্রতি প্রশ্ন কমন না পড়ার অজুহাতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর বিএসসি, কৃষি (সম্মান) তৃতীয় পর্বের ০৪-১২-৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব (তত্ত্বীয়) পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের দাবির মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাতিল এবং পুনরায় গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও একই প্রশ্নপত্রে দেশের তিনটি কৃষি কলেজে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, কৃষি কোর্সসমূহের পাঠ্যক্রম, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণ ইত্যাদি সব ধরনের কার্যাদি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ই করে থাকেন। এসবে কৃষি কলেজগুলোর শিক্ষকদের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন 'পার্টিসিপেসন' নেই। দেশের তিনটি কৃষি কলেজ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিচালনায় চলছে।

বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট শিক্ষক সমিতি সম্প্রতি এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে গত ০৪-১২-৯৩ ইং ৩য় পর্বের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব পরীক্ষা বাতিল ও পুনঃগ্রহণের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সভায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে অন্য তিন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একই ধরনের দাবি উথাপন করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে উপর্যুপরি এমন ঘটনায় সমিতি দুঃখ প্রকাশ করে এবং অচিরে এ ধরনের নৈরাজ্য বন্ধ করার জোর দাবি জানিয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট শিক্ষক সমিতি হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত অনুরূপ একটি প্রতিবাদ ও নিন্দা প্রস্তাবের প্রতিও সংহতি প্রকাশ করেছে।

আমাদের বিশ্বাস, উচ্চপর্যায়ের কৃষি শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে এবং দেশে যোগ্য কৃষিবিদ তৈরির লক্ষ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হবেন।

—মোঃ জাহিদুল হক
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট শিক্ষক সমিতি
বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।